মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের অস্তিত্বের জলছায়া

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের এক বছর পর আমার জন্ম। আমি গর্বিত, জন্মেছি স্বাধীন বাংলাদেশে। মুক্তি সংগ্রাম একটি জাতির জীবনে একবারই আসে। যেমনটি বাঙালি জাতির জীবনে এসেছিলো একাত্তর সালে। বড় হয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমি অনুসন্ধিৎসু থেকেছি সবসময়। গ্রন্থাবলী, দলিলপত্র, পত্রপত্রিকা থেকে উপাত্ত জেনে যে বিষয়টি আমার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট মনে হয়েছে, তা হচ্ছে বাঙালি জাতির জন্য মুক্তি সংগ্রাম অনিবার্য ছিল। তা না করে কোনো উপায় ছিল না।

লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে, একটি সুশৃঙ্খলিত নেতৃত্ব বাঙালি জাতিকে মুক্তি সংগ্রামের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিন অস্ত্র হাতে যারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাদের সিংহভাগ ছিলেন শ্রমজীবী মানুষ। তাঁদের সামনে একটি লক্ষ্যই ছিল– স্বাধীন পতাকাতলে একটি শান্তির নিঃশ্বাস। সুখী-স্বপ্নময় একটি জীবন।

আজ আমাদের মহান বিজয়ের ত্রিশ বছর পর, এই প্রশ্নটি আমি নিজেকেই করি আনমনে। মুক্তিকামী সেই শ্রমজীবী মানুষটির প্রত্যাশা কতটুকু পূরণ হয়েছে? অথবা কেন হয়নি? আমাদের এলাকার শতাধিক মুক্তিযোদ্ধার কথা আমি জানি। তারা এখন দিনশ্রমিক। মানবেতর জীবন আর পারিবারিক চাপ সহ্য করে ক্রমশ পরাজিত হতে হতে এরা এখন নিজেদেরকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিতেও লজ্জাবোধ করেন। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক নির্যাতনই কি একজন মুক্তিযোদ্ধার নিয়তি? প্রশ্নটির কোনো উত্তর খুঁজে পাই না।

অথচ আমি ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মার্কিন সৈন্যকে দেখেছি। দেখেছি গাল্‌ফ যুদ্ধে যুদ্ধ করা মার্কিনি সৈন্যের বর্তমান জীবন। তাদেরকে কদর করা হয় রাষ্ট্রীয় বীর হিসেবে। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি হয়তো এর সিকি ভাগ তো করতে পারতো বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। আমাদের এই রাষ্ট্রীয় দৈন্যতা আমাকে ভীষণ পীড়া দেয়। আমাকে পীড়া দেয়, আমাদের রাজনীতিকরা যখন রাষ্ট্রীয় স্বার্থটিকে দলমতের উর্ধ্বে রাখেন না। আমি পীড়িত হই, একটি কলমের খোঁচায় যখন গণমানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে আইন প্রণীত হয়ে যায়। আমাদের দুর্ভাগ্য, গেল ত্রিশ বছরে বাংলাদেশে শুধুই দলীয় স্বার্থ কায়েম করা হয়েছে।

নতুন প্রজন্মের কাছে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শাণিত করতে এগিয়ে এসেছিলেন এক মহীয়সী নারী, জাহানারা ইমাম। তাঁর চোখে আমরা এই বাংলাদেশকে আবার নতুন করে দেখার প্রেরণা পেয়েছিলাম। জাহানারা ইমামকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল তৎকালীন বিএনপি সরকার। সে সময়ের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নিউইয়র্ক সফরে এলে প্রবাসীরা শহীদ জননী জাহানারা ইমামসহ সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছিলেন। বেগম জিয়া বলেছিলেন– জাহানারা ইমাম কে? তিনি কি করেছেন দেশের জন্য? অথচ কে না জানে, শহীদ রুমীর মাতা জাহানারা ইমাম 'একাত্তরের দিনগুলোর' জন্য হলেও কালে কালান্তরে বেঁচে থাকবেন বাঙালির হৃদয়ে।

১৯৯৭ সালে নিউইয়র্ক সফরে এসেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর কাছে প্রস্তাব করা হয়েছিল বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একাত্ম, বিদেশী ব্যক্তিত্বদেরকে বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে রাষ্ট্রীয় সম্মান জানানো হোক। নিউইয়র্কের গ্র্যান্ড হায়াট হোটেলের স্যুটে শেখ হাসিনা উপস্থিত সাংবাদিকদেরকে কথা দিয়েছিলেন জর্জ হ্যারিসন, পন্ডিত রবিশঙ্করের মতো বিশিষ্ট সহযোদ্ধাদেরকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে সম্মান দেখানো হবে। কিন্তু শেখ হাসিনা তাঁর কথা রাখেননি। সদ্য প্রয়াত হলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট বন্ধু জর্জ হ্যারিসন। দুঃখজনক হলেও সত্য বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি তার দেখা হলো না। আমাদের এই অকৃতজ্ঞতার জন্য কে দায়ী? এই লজ্জা আমরা ঢাকবো কিসে?

অথচ যারা ক্ষমতার উষ্ণতায় থাকেন, তারা বিদেশে এসে বাংলাদেশের খেটে খাওয়া মানুষের লাখ লাখ ডলার খরচ করেন অপচয় হিসেবে। রাষ্ট্রের অর্থ, রাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণে ব্যয় করতে কারচুপি হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য রাজনীতিবিদদের হস্ত থাকে প্রসারিত।

এ অবস্থার অবসান প্রয়োজন। বাংলাদেশ কোনো বিশেষ ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী কিংবা দলের নয়। এদেশ ত্রিশ লাখ শহীদ আর দু' লাখ নারীর ইজ্জতের উত্তরাধিকার। নাগরিকের অধিকার পেতে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, গোষ্ঠী কোনো অন্তরায় হতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতার ছোবলের কাছে জিম্মি থাকতে পারে না কোনো মানব গোষ্ঠী। মৌলবাদী হায়েনাদের রক্তচক্ষু দেখার জন্য স্বাধীন হয়নি এদেশ।

ভরদুপুরে বিস্তৃত জলের পাশে দাঁড়ালে প্রতিবিম্বিত হতে থাকে নিজের ছায়া। সূর্যের আলোর সে ছায়াকে আরো চঞ্চল করে তোলে। মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অস্তিত্বের জলছায়া– প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ। দেশে কিংবা বিদেশে যেখানেই থাকি না কেন যারা একাত্তরে রাজাকার-আলবদর ছিল, তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষমা না চেয়েই কি মিশে যাবে আমাদের প্রিয় অস্তিত্বের সঙ্গে? যারা যুদ্ধাপরাধী, যারা প্রমাণিত খুনি– তাদের কি বিচার হবে না? আমার অনুতাপ হয়, কেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক চেতনার সত্যটিকে স্বীকার করে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন না।

নিউইয়র্ক থেকে **ফারহানা ইলিয়াস তুলি**

একাত্তর নিয়ে আপিনিও লিখুন

'৭১-কে নতুন প্রজন্ম তাদের মতো করে দেখে বলেই আমাদের বিশ্বাস। তাদের দেখায় দলীয় বিভাজন প্রাধান্য পায় কি? আমরা চাচ্ছি নতুন প্রজন্ম নিজেরাই বলুক তাদের ধারণা, বিশ্বাসের কথা নিজেদের মতো করেই। যারা একাত্তরের পরে জন্মেছেন তারাই লিখবেন, লেখা ৩৫০ শব্দের মধ্যে থাকলেই ভালো হয়।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা : একাত্তর এবং আজকের প্রজন্ম,
সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০